দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

# স্কুল-কলেজের ফী

আমাদের দেশে সাধারণভাবে শিক্ষার সুযোগ এখন পর্যন্ত সীমিত। এর বড় কারণই হচ্ছে শিক্ষা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার এই ৩৬ বছর পরও দেশে সীমিত ও নিম্নআয়ের এবং দরিদ্র জনসাধারণের সন্তানসন্ততিকে স্কুল-কলেজে পড়ানো খুবই কষ্টকর। দেশে যে প্রকৃত শিক্ষিতের হার এখনও তেমন বাড়ছে না, তার প্রধান কারণই স্কুল-কলেজে অভিভাবকদের শিক্ষার ব্যয়বহনে অপারগতা, আর্থিক সঙ্গতির অভাব। এদিকে, শিক্ষাব্যয় দিন দিন অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েই চলেছে। দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে ভর্তি ফীসহ একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিত্যনতুন খাতে ফী আদায়ের ক্ষেত্রে কোনরকম নিয়মনীতির বালাই নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারও এ-দিকটির প্রতি এতকাল, বলতে গেলে, উদাসীনই ছিল। এখন জনকণ্ঠ-রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকার স্কুল-কলেজের লাগামহীন ফী বন্ধ করতে যাচ্ছে। কোন্ প্রতিষ্ঠানে কত ফী হওয়া উচিত, তা সরকার থেকেই নির্ধারণ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আবার, আদায়কৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টিও তদারক করবে সরকার। গত ৫ ডিসেম্বর স্কুল-কলেজগুলোর ফী আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তা যুক্তিসঙ্গত ও আদায়কৃত ফীর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নতুন এক কমিটি গঠন করেছে। এর ফলে, হয়ত অদূরভবিষ্যতে স্কুল-কলেজে ফী আদায়ের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার ও মুনাফাসর্বস্বতা দূর হবে। একটা সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এখন বস্তুত, অনেক স্কুল-কলেজেই, বিশেষ করে, একশ্রেণীর কিন্ডারগার্টেন ধরনের আপাতদৃষ্টিতে খুব উন্নত স্কুলে ও বাহ্যিক জাঁকজমকপূর্ণ বেসরকারী কলেজে ফী আদায়ের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যই বিরাজ করছে। ভর্তি-মৌসুমে অভিভাবকদের প্রথম তো ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য প্রায় একটা যুদ্ধই করতে হয়। তারপর, এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে যাওবা কষ্টেসৃষ্টে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক স্তরে ভর্তি করানো সম্ভব হলো, তো সারাবছর ধরেই টিউশন ফী ছাড়াও এ-খাত, সে-খাত বাবদও নানান বাহানায় ও বার্ষিক পরীক্ষা কিংবা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এলে আরও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা অভিভাবকদের কাছ থেকে শুষে নেয়ার বিরামহীন অমানবিক প্রক্রিয়াই চলতে থাকে। সাধারণভাবেই অভিভাবকদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে সেসব ফীর তেমন কোন ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা, কোনটাই থাকতে পারেনা। অনেকক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের অজুহাত দিয়ে এ ধরনের অতিরিক্ত ফী গ্রহণকে একটা যৌক্তিক চেহারা দেয়ার প্রয়াস চালানো হলেও শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বিদ্যার্জন ও মানুষ হওয়ার নিরিখে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। তবে, স্বস্তির কথা, সরকার ভাল প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের ইনসেন্টিভ দেয়ারও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত ফী আদায় সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই অভিভাবকরা অভিযোগ-অনুযোগ করে আসছেন এবং তার কোন প্রতিকারই পাচ্ছেন না। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান অবস্থার কোন হেরফের এযাবত লক্ষ্য করা যায়নি। কবে যে এদেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে কিংবা দরিদ্র মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বস্তরের ফী ধার্য করা হবে! এখন যদিবা শেষ পর্যন্ত সত্যিসত্যিই স্কুল-কলেজে ভর্তি ফী সহ বিভিন্নসময় ফী গ্রহণসংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা কমিটি করে অন্যায়, অস্বাভাবিক সব অতিরিক্ত ফী গ্রহণের লাগাম শক্ত হাতে টেনে ধরা সম্ভব হয়, নিঃসন্দেহে তা দিয়ে শুধু অভিভাবকদের তথা দেশবাসীর অশেষ উপকারই সাধন করা হবেনা,—এতে সুদূরপ্রসারী ফল হিসাবে দেশে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ও পরিসর বিস্তৃত হয়ে প্রকৃত শিক্ষিতের হারও অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

এ-ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (উন্নয়ন) আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের যে-কমিটি গঠন করা হয়েছে, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। সে-কমিটির কার্যবিধি নির্দিষ্ট করে একমাসের মধ্যে সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়েছে। তবু এ-কমিটির সাফল্য কামনার পাশাপাশি এ-যাবতকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা কালক্ষেপণ ও আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে রাখতে চাই। শেষপর্যন্ত নিছক কমিটি গঠনই যেন সার না হয়! দেশবাসী স্কুল-কলেজের অযৌক্তিক, অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ফী গ্রহণের কুসংস্কৃতির চিরপরিসমাপ্তি দেখতে চায়।